পুরো ৪ পাতা জুড়ে
৪৩০০+ শূন্যপদের
চাকরির হদিশ

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৩ মার্চ ২০১৭

target@ কেরিয়ার

৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

বর্তমান প্রজন্মের জন্য প্রয়োজন

কেরিয়ার কাউন্সেলিং

চাকরি খোঁজা, চাকরি করা, তারপর টিকে থাকার লড়াই, প্রোমোশন আরও কত বিষয়, কত সমস্যা। আমরা এইসব বিষয় বন্ধু-বান্ধব বা ভরসা দেয় এমন কারওর সঙ্গে আলোচনা করি, কিন্তু ক'জন একজন কেরিয়ার কাউন্সিলরের কথা ভাবি। একজন ম্যারেজ কাউন্সিলর বা সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলরের মতোই কেরিয়ার কাউন্সিলরও একজন প্রোফেশনাল ব্যক্তি। নানা ধরনের কাজের খবর, তার যোগ্যতা, প্রয়োজনীয় দক্ষতা, কর্মক্ষেত্রে আচরণবিধি, নানা সমস্যার সমাধান সম্পর্কে তাঁরা সহজেই আপনাকে আলো দেখাতে পারবেন।

ব্রিটেনে কাউন্সেলিং শব্দটা গাইডেন্স বা পরিচালনা অর্থে ব্যবহার করা হয়। কেরিয়ার গাইডেন্স বা কাউন্সেলিং সমার্থক। এর থেকেই আপনি এঁদের দক্ষতা বা গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

একজন ছাত্র বা ছাত্রীরও তার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সঠিকভাবে করার জন্য একজন কাউন্সিলরের প্রয়োজন আছে। চাকরির ইন্টারভিউয়ের প্রস্তুতিতে, কিছু সময়ের ছেদের পরে কাজের জগতে আবার ফেরার কথা ভাবলে, চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবলেও কাউন্সিলরের সাহায্যে আপনাদের উপকার হবে। কর্মক্ষেত্রে যদি পরিবেশ বা আপনার কাজ, টার্গেট বা অন্যকিছু আপনার কাছে কঠিন লাগে, একা একা সমাধান খুঁজে না পান তাহলে অবশ্যই প্রোফেশনালের সাহায্য নিন। আবার উলটোদিকে আপনি যদি বস হন, তবে কোনও সহকর্মীকে নিয়ে সমস্যা হলে বা আপনি একটা ভালো কাজের পরিবেশ

কেরিয়ার তৈরির আরও টিপস | দুই, তিন ও চারের পাতায়

অফিসে তৈরি করতে চেয়ে বিফল হয়েছেন; তাহলেও কাউন্সিলর আপনাকে সমাধানের সন্ধান দিতে পারবে। এমনকী কাজের জগতে আপনাকে যদি ঘন ঘন সেমিনার করতে হয়, প্রেজেন্টেশন ইত্যাদি আপনার রোজকার ব্যাপার হয়ে উঠতে থাকে; কিন্তু আপনি এই সবের সঙ্গে খুব একটা পরিচিত নন তবে আপনিও টিপস নিতে পারেন।

কাউন্সিলরদের শ্রম-বাজারের রকম-সকম সব জানা থাকে। তাই একজনের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, খামতি, দখল ইত্যাদি জেনে তাঁদের মাইনের চাহিদা, পছন্দ-অপছন্দ সব কিছু মাথায় রেখেই তিনি পরামর্শ দেন। এমনকী বসবাসের ঠিকানা, চাকরির বাজার এবং সম্ভাবনা কোনও কিছুই তিনি তাঁর ভাবনা থেকে বাদ দেন না। তাই তাদের পরামর্শ আমাদের নিজেদের ভাবনা-চিন্তা থেকে অনেক বেশি ঝুঁকিহীন। শুধু তাই নয় তাঁদের সাইকোলজিক্যাল বোঝাপড়ার ক্ষমতা ও একজন শিক্ষকের মতো আপনাকে বুঝিয়ে বলার বা পথ দেখানোর দক্ষতা আপনাকে নিজের সঠিক মূল্যায়নে সাহায্য করবে। এঁদের সঙ্গে কথা বলে আপনার আত্মসমীক্ষা আর আত্মবিশ্বাস দুটোই আরও স্পষ্ট ও পোক্ত হবে।

তবে একটা বিষয়ে আপনাকে সাবধান থাকতে হবে। আমাদের দেশে, এমনকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এই পেশাটি এখনও আইন দ্বারা সুরক্ষিত নয়। ফলে যে কেউ নিজেকে কেরিয়ার কাউন্সিলর বলে দাবি করতে পারেন। একটা অফিস বানিয়ে বোর্ড

এরপর তিনের পাতায়

ভালো অরগানাইজার হওয়ার টেকনিক

নিজের ওপর সব থেকে বেশি রাগ আপনার কখন হয়? যখন আপনার জন্য সব থেকে সহজে করে ফেলার কাজটা আপনি করতে পারেন না। যেমন ধরুন, সামনের শনিবার আপনাকে একটা রিপোর্ট জমা দিতে হবে। আপনি এক সপ্তাহ ধরে একে একে সব কাগজ, ডকুমেন্ট গুছিয়ে রাখছেন, যাতে আগের দিন বসবেন আর দেখে দেখে একজায়গায় ঝটপট রিপোর্টটা গুছিয়ে লিখে ফেলবেন। এমনকী, নিজের প্রতি আপনি এতটাই বিশ্বাসী যে সারাদিন একবারও কাজটা নিয়ে বসলেন না। আপনি তো জানেনই যে সব করাই আছে তাহলে আর ভাববার কী আছে? তাহলে বলা যায়

এই মুহূর্তে রিপোর্টটা বানিয়ে ফেলাই আপনার কাছে সব থেকে সহজ কাজ। এটা নিয়ে আপনি সব থেকে কম চিন্তিত। কিন্তু ঘটল পুরো উলটো। বসতে গিয়ে দেখলেন কাগজ, ডকুমেন্ট সব গুছিয়েছেন বটে, কিন্তু তারা ছড়িয়ে রয়েছে নানা জায়গায়। কেউ ড্রয়ারে, কেউ পেপারের মধ্যে, কেউ লুকিয়ে রয়েছে আপনার বইয়ের তাকে, আবার কেউ রয়ে গেছে অফিসেই। তাকে আর বাড়ি পর্যন্ত বয়ে আনা হয়নি। এবার আপনার পরিস্থিতিটা ভাবুন। কী উপায় ভেবেই পাচ্ছেন না। চড়চড় করে ব্লাড প্রেসার আর মাথা গরমের মাত্রাটা বেড়েই চলেছে।

আপনাকে ঠিক দায়িত্বজ্ঞানহীন বলা যাবে না। আপনি আপনার কাজটা একবারও ভুলে যাননি। যেটা হয়েছে সেটা হল আপনি কাজটা গুছিয়ে করতে পারেননি। এই ধরনের ভুলে আমাদের কাজকর্ম

এরপর দুইয়ের পাতায়

চাকরির খোঁজ-খবর আর টিপস | ছয়, সাত ও আটের পাতায়

স্মার্ট কেরিয়ার হিসাবে শুরু করুন ব্যবসা

যে কোনও ব্যবসা শুরু করতে গেলে পরিকল্পনা জরুরি বিষয়। পরিকল্পনা যদি যথাযথ হয় তাহলে ব্যবসা সফলতা লাভ করতে বাধ্য। তেমনিভাবে বলা যায়, একটি ভালো ব্যবসায়িক পরিকল্পনা যদি কোনও প্রতিষ্ঠানের থাকে এবং সে লক্ষ্যে যদি প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়, তবে ব্যবসায় সাফল্য পেতে খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় না। কারণ এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, সঠিকভাবে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা একটি ব্যবসাকে সফলতার মুখ দেখাতে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, তা ব্যবসা পরিচালনা ক্ষেত্রে দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করতে পারে। অনেকেই ব্যবসায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ নিয়ে থাকেন, ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনেক সময় তাদের প্রয়োজন হয় ঋণের। ব্যবসা যে লাভজনক হবে বা তাদের উদ্যোগ যে সাফল্যের মুখ দেখবে, তা সম্ভাব্য ঋণদাতাদের বুঝিয়ে বলার সবচেয়ে সহজ উপায় হল এই ব্যবসার পরিকল্পনা।

এ ধরনের পরিকল্পনা বাজেটের কাজও করতে পারে। কী থাকবে পরিকল্পনায় একটি ব্যবসায়িক পরিকল্পনার ওপরই নির্ভর করে ব্যবসার

ব্যবসার নানা সুলুক-সন্ধান | পাঁচের পাতায়

সফলতা। তাই পরিকল্পনাটি কীভাবে ভালো করা যায়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। একটি পরিকল্পনার বেশ কয়েকটি অংশ থাকে। সেগুলো হল:

একটি পরিকল্পনায় সবার আগে থাকবে সূচি। সেটিই এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যাতে যার কাছে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বলা হবে সে যাতে সে সহজেই বুঝতে পারে। যেমন, এক্ষেত্রে ঋণদাতা হতে পারে। একটি ব্যবসা সম্পর্কে তাঁর কাছে যেন সমস্ত কিছু পরিষ্কার থাকে। সেই মানুষটিরও ব্যবসা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয়। পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এই সংক্ষিপ্তসার। এখানে অল্প পরিসরে মূল পরিকল্পনার একটি সারকথা তুলে ধরতে হয়, যা পড়েই পাঠক মূলত পরিকল্পনাটির মূল্যায়ন করবেন। ধরা যাক আপনি একটি কফিশপ তৈরি করতে যাচ্ছেন। এ পরিকল্পনার সারকথাই ঠাঁই পাবে সংক্ষিপ্তসারে। সেটা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার ব্যবসার কতটুকু সম্ভাবনা রয়েছে আর সুযোগকে আপনি কীভাবে কাজে লাগাতে চান, তা থাকবে পরিকল্পনার এই অংশে। ব্যবসার অতীত অভিজ্ঞতা ও বাজার-জ্ঞানের আলোকে কীভাবে ভবিষ্যতে নিজের বা নিজেদের ব্যবসাকে দাঁড় করাতে চান এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসা দাঁড় করাতে কী ভাবছেন, তা থাকবে পরিকল্পনার এই অংশে।

বিষয়টি এমন কফিশপ করার যে পরিকল্পনা করেছেন, তার আগে যাচাই করেছেন এর সম্ভাবনাও। এলাকায় কফিশপের চাহিদা আছে, মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা সচ্ছল, অনেক মানুষের আনাগোনাও হয় স্থানটিতে। তবেই সেখানে কফিশপ করার যাবে। তেমনিভাবে আপনি হয়তো বিউটিপার্লার বা স্যালো খুলতে চাইছেন কোথাও, সেখানেও আপনাকে

এরপর তিনের পাতায়

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ২৩ মার্চ ২০১৭

TEAM target@কেরিয়ার

শর্মিলা চন্দ্র
(কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর)
সালমা আহমেদ | বিপাশা চক্রবর্তী

বর্তমান যুগে কম্পিউটারের মৌলিক জ্ঞান আবশ্যক

বর্তমানে জেটযুগে চাকরির ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞান। কম্পিউটার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জানা না থাকলে কাজ করাটাই একসময়ে মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। আগে একটা সময়ে ছিল খাতা-কলমে কাজ হতো। কিন্তু এখন সেই পাট চুকেছে। খাতায়-কলমে কাজ হলে সময় লাগার পাশাপাশি ভুল হতো বেশি। এখন কম্পিউটারের যুগে যে কাজ করতে এক ঘণ্টার ওপর সময় লাগতো তা অনেক কম সময়ে সম্পন্ন হয়। কারণ কম্পিউটারের মৌলিক জ্ঞান থাকাটা খুবই জরুরি।

কারণ আগামীর বিশ্ব ভার্চুয়াল কাজের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। অটোমেশনের এই যুগে এসে তাই কম্পিউটারের 'অ আ ক খ' না জানলে চাকরি পেলেও তাতে তা কতদিন ধরে রাখা সম্ভব, তা বলা মুশকিল। সব ধরনের চাকরির ক্ষেত্রেই কম্পিউটার বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান থাকাটা এখন সবার জন্য আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এটা না থাকলে এখন ভালো ভালো ডিগ্রি নিয়েও চাকরি পাওয়া কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কম্পিউটারের মৌলিক কাজগুলো না জানলে বেশিরভাগ চাকরিতেই আপনি আবেদন করতে পারবেন না। ফলে কম্পিউটারে যাঁদের এসব সাধারণ বিষয়ে দক্ষতা নেই, তাঁরা এখন থেকেই শুরু করতে পারেন। চাকরির আবেদন করা শুধু নয়, যাঁরা এখন চাকরিতে রয়েছেন তাঁদের জন্যও কম্পিউটারের এসব মৌলিক বিষয় জানা খুব দরকার। কেননা কম্পিউটারে মৌলিক দক্ষতা আপনার অফিসের কাজ অনেক সহজ করে দেয়। অটোমেশনের এই যুগে সব অফিসেই এখন চিরাচরিত খাতাপত্রের বদলে কম্পিউটারে তথ্য সংরক্ষণের চর্চা শুরু হয়েছে। আপনি এসব কাজে পারদর্শী না হলে চাকরিদাতা নিশ্চয়ই আপনার বদলে অন্য কাউকে খুঁজে নিতে আগ্রহী হবেন। আবার আপনি যদি কম্পিউটারের বিভিন্ন ধরনের কাজে অনেক বেশি দক্ষ হয়ে থাকেন, তাহলে প্রতিষ্ঠান আপনার ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, যা আপনার কেরিয়ারের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক। কম্পিউটারের এসব কাজ কেমন করে শিখবেন, আপনার দ্বারা কতটুকু সম্ভব, সেসব বিষয়ে আপনার মধ্যে নিশ্চয়ই দ্বিধা কাজ করতে পারে। এসব ভাবনা দূর করুন। কেননা শুরু না করতে পারলে আসলে কোনও কিছুই সম্ভব নয়।

তাই আজ থেকেই শুরু করুন। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ই-মেইল পাঠানো এবং ডাউনলোড করা এগুলোই প্রাথমিকভাবে আপনাকে অনেকটাই যোগ্য করে তুলবে।

মাইক্রোসফট ওয়ার্ড: আপনার চাকরির আবেদনপত্র থেকে শুরু করে লেখালিখির সব কাজই সম্পন্ন করা হয় মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে। ওয়ার্ড প্রোসেসিং এই প্রোগ্রামে অফিসের প্রায় সব ধরনের ডকুমেন্ট আপনি তৈরি করতে পারবেন। কোনও লেখাকে ফরম্যাট করা, লেখার মধ্যে টেবিল তৈরি করা, বিভিন্ন ফন্ট ব্যবহার করে লেখাকে সুন্দর করে তোলা, লেখার মধ্যে ডিজাইন করা এমন সব কাজই আপনি সহজে করতে পারবেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে। বর্তমানে এমন কোনও প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ব্যবহার হয় না।

মাইক্রোসফট এক্সেল: বিভিন্ন ধরনের ডাটা নিয়ে কাজ করার জন্য মাইক্রোসফট এক্সেল অপরিহার্য। সাধারণ হিসাব-নিকাশ থেকে শুরু করে অ্যাকাউন্টসের অনেক কাজের জন্যও নির্ভর করতে পারেন এক্সেলের ওপর। প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক রিপোর্ট তৈরি থেকে শুরু করে বেতন শিট, প্রতিদিনের খরচের হিসাব রাখার মতো কাজগুলোও এক্সেলে সহজে করা যায়। বিভিন্ন ডাটা সহজে বোঝার জন্য এক্সেল থেকে নানা ধরনের চার্ট বা ডায়াগ্রামও তৈরি করার সুযোগ রয়েছে।

মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট: এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে সহজেই যে কোনও ধরনের প্রেজেন্টেশন তৈরি করা যায়। আপনি আপনার বসকে নতুন একটি প্রোজেক্ট আইডিয়া দেখাতে চান। সেটার জন্য পাওয়ার পয়েন্ট হতে পারে আদর্শ একটি প্ল্যাটফর্ম। পাওয়ার পয়েন্টে আপনার আইডিয়াগুলোকে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন, ছবি, চার্ট, ডায়াগ্রাম ও টেক্সটের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারবেন। প্রোজেক্টের প্রতিটি বিষয়ের জন্য এতে আপনি তৈরি করতে পারবেন আলাদা আলাদা স্লাইড। এই স্লাইডগুলো সঠিকভাবে ডিজাইন করতে পারলে আপনার প্রোজেক্ট অন্য কাউকে বোঝানো আপনার জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে। পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে অডিও এবং ভিডিও যুক্ত করার সুবিধাও রয়েছে। তাই নানা ধরনের মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট দিয়ে ডিজাইন করতে পারবেন চমৎকার সব স্লাইড।

ইন্টারনেট ব্রাউজিং: আপনার অফিসের দৈনন্দিন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় একটি উপাদান। ইন্টারনেট ব্রাউজিং ছাড়া প্রযুক্তিনির্ভর এই বিশ্বে তাল মিলিয়ে চলা মুশকিল। তরুণেরা অবশ্য স্মার্টফোনের কল্যাণে চলতি পথেও ইন্টারনেটের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যুক্ত থাকে। ইন্টারনেট আসলে তথ্যের এক বিশাল ভাণ্ডার। প্রয়োজন কেবল এখান থেকে সঠিকভাবে সঠিক তথ্যটি খুঁজে বের করা। নতুন নতুন আইডিয়ার জন্যও ইন্টারনেট হতে পারে আপনার সহায়। এক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হবে।

ই-মেইল চিঠিপত্রের চল এখন আর নেই। অফিসের মধ্যে তো বটেই, অফিসের বাইরেও যে কারুর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য এখনকার সময়ের স্মার্ট পদ্ধতি হল ই-মেইল। তাৎক্ষণিকভাবে ই-মেইল আপনার বার্তাটি পাঠিয়ে দেবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। অফিসের নোটিশও এখন ই-মেইলের মাধ্যমে সার্কুলেট করা হয়ে থাকে। ইয়াহু মেইল, জিমেইলের মতো ফ্রি ই-মেইল সেবাতে তাই আপনার অ্যাকাউন্ট থাকা উচিত। আর অফিসের নিজস্ব ডোমেইনে ই-মেইলও প্রদান করা হয় অনেক জায়গায়।

যদি এত কিছু জানার পর যদি আপনার মনে হয় এই শেখার বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন তাহলে সেই ভয় দূর করার জন্য আপনি কাছাকাছির মধ্যে কম্পিউটার সেন্টারের খোঁজ করে সেখানে শিখতে শুরু করে দিন। আপনারই আশপাশে অসংখ্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে অথবা আপনার কোনও বন্ধুও হয়তো এই বিষয়গুলোতে অত্যন্ত দক্ষ। তাঁর শরণাপন্নও হতে পারেন। এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে অবশ্য খুব বেশি টাকাও খরচ হয় না। এগুলোর প্রতিটি বিষয়ে অবশ্য বইও পাওয়া যায় বাজারে। সেগুলো থেকে নিজে নিজেও শিখে নিতে পারেন। তবে নিজে সেখার থেকে কোনও দক্ষ শিক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলে ভালোভাবে ও চটজলদি শেখা সম্ভব।

ভালো অরগানাইজার হওয়ার টেকনিক

(প্রথম পাতার পর)

সময়মতো করা প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। আর তার সঙ্গে এমন কিছু পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে যাতে আপনার চাকরি নিয়েও টানাটানি পড়তে পারে। অযথা নানারকমের অস্বস্তিকর পরিস্থিতি বা লজ্জাজনক অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। নিজের কাজে সাফল্য পেতে গেলে আপনাকে একজন ভালো অরগ্যানাইজার অবশ্যই হতে হবে।

কিছু কিছু বিষয় মেনে চলার কথা বিশেষজ্ঞরা বারে বারে বলেছেন যা মাথায় রাখলে আপনি আপনার কাজটা গুছিয়ে করতে পারবেন। সেগুলো আলোচনা করা হলে আপনার সুবিধেই হবে।

১. নিজের কাজ সম্পর্কে জানুন। প্রথমেই রয়েছে প্ল্যানিং। ঠিক কী কাজ করতে হবে, তার জন্য কী করা দরকার, কতটা সময় লাগতে পারে আর কী কী অসুবিধা তৈরি হতে পারে তা নিয়ে একটা মোটামুটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। তবেই আপনার উদ্দেশ্যগুলোকে যথাযথ পরিকল্পনায় বেঁধে ফেলতে পারবেন, যাকে বলা যায় গুছিয়ে প্ল্যানিং।

২. সব কিছু মনে রাখতে হবে। এমনকী যা মনে রাখার নয় বলে মনে হচ্ছে, তারও প্রয়োজন পড়তে পারে। কিন্তু এটা আপাতভাবে আমাদের সবার কাছেই অসম্ভব। এর কিছু চটজলদি উপায় আছে। হয়তো অনেকের সেগুলো জানাই আছে, কিন্তু করে ওঠা হয় না। স্টিকি প্যাডের ব্যবহার এই ক্ষেত্রে খুব সাহায্য করে। নিজের ডেস্কের সামনে, ফ্রিজের গায়ে এইরকম দরকারি কথা, কী করতে হবে তার একটা নোট ঝুলিয়ে রাখলে ভুল হবে না। আপনার গ্যাজেটগুলোতেও গোছানো হওয়ার অনেক উপায় দেওয়া আছে। রিমাইন্ডার বা অ্যালার্ম ব্যবহার করুন। সেখানেও কাজ, তথ্যের লিস্ট সেভ করে রাখুন। কোথায় কী রাখছেন তার লিস্ট বানান ও সেভ করুন। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজ হারাবার বা খুঁজে না পাবার ভয় থাকলে ছবি তুলে রাখুন। যে কোনও সময়েই আপনার ফোন বা ট্যাব আপনার হাতের কাছেই থাকে তাই এখান-সেখান খোঁজার হাত থেকে রেহাই পাবেন।

৩. আপনার টেবিল, ডেস্ক যেটাই আপনার বাড়ির বা অফিসের কাজের জায়গা হোক না কেন তাতে একটু ঝাড়পোঁচ মাঝে মাঝে করা উচিত। আমরা ভয়ে হাত লাগাই না পাছে কিছু হারিয়ে ফেলি। তার চেয়ে বরং যা আছে থাক। তারপর ওই পাহাড়প্রমাণ ফাইল আর কাগজের স্তূপে হাত লাগানোর সময়ই বা কোথায়? এর ফলে প্রচুর কাগজ, ডকুমেন্ট এমন জমে যায় যেগুলোর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। সেগুলোকে খুঁজে বার করে ফেলে দেওয়া দরকার। যদি নেহাতই ফেলতে না চান, তাদের আলাদা আলাদা গ্রুপ করুন আর ফাইল বা ব্যাগবন্দি করে টেবিলের বাইরে কোথাও রাখুন। যদি কখনও প্রয়োজন পড়ে আপনি সেখান থেকে বার করতে পারবেন। এর ফলে কোনও দরকারি কাগজ বা তথ্য খোঁজার কাজটা অনেক সহজ হয়। অপ্রয়োজনীয় জিনিস সরিয়ে দিতে পারলে খোঁজার পরিসরটা অনেক কমে যায়।

এ তো গেল ছাঁটাই করার কথা। এবার ভাবুন আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কী কী? পেন, পেনসিল, স্কেল, ইরেজার, নানান সাইজের কাগজের টুকরো, ডায়েরি, খাতা আরও কত কী আপনার যখন-তখন লাগে। এগুলোর মধ্যেও কিন্তু আবার ফারাক আছে। কাজের ধরন অনুযায়ী কিছু কিছু পেশায় এই উপকরণগুলোর কিছু বিশেষ ধরন থাকে। নিজের ঠিক কী প্রয়োজন সেটা একাধিক সংখ্যায় মজুত রাখুন।

৪. প্রয়োজনীয় উপকরণের যত্ন একজন ভালো অরগানাইজারের লক্ষণ। নিজের ল্যাপটপ বা ফোন যাতে যখন-তখন হ্যাং করে আপনার সব পরিকল্পনা ভেস্তে না দেয় তার জন্য যথাযথ যত্ন সবসময় নেওয়া দরকার। এর জন্য বিভিন্ন অ্যাপ বা সফটওয়্যার ব্যবহার করুন।

ন্যূনতম এই বিষয়গুলো আমরা রোজ খেয়াল রাখতে পারলে কাজের সময় অনেক ঝঞ্ঝাটই সহজে এড়ানো যাবে।

কেরিয়ার হতে পারে চিনি (Sugar) নিয়ে

আমাদের রোজকার খাদ্যতালিকায় নানা ভাবে রয়েছে চিনি। কখনও সরাসরি চা-কফিতে, কখনও রান্নায়, কখনও বেকারির পণ্যে, আবার কখনও নরম পানীয়ে। চিনির বাজার সুবিস্তৃত। চিনির উৎপাদন ও ব্যবহার-সংক্রান্ত পেশায় তাই প্রশিক্ষিত প্রার্থীদের চাহিদা থাকেই। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল সুগার ইনস্টিটিউট-এ পড়ানো হয়। এই বিষয়ে অনেকগুলি ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট কোর্স। ডিপ্লোমা কোর্স পড়া যায় স্নাতক যোগ্যতায়। সার্টিফিকেট কোর্সগুলি পড়া যায় মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পাস হলে। ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে ২০ মার্চ থেকে।

সারা পৃথিবী জুড়ে সফট ড্রিংকস থেকে বেকারি আর ফাস্টফুড থেকে ক্যান্ডি যে কোনও মিষ্টদ্রব্য তৈরিতেই চিনির ব্যবহার অনিবার্য। চিনির উৎস আখের রস প্রক্রিয়াকরণের মূল তরল অংশটি ব্যবহার করা হয় অ্যালকোহল এবং ওষুধ শিল্পে। আর কেলাসিত অংশটি আরও কিছু পর্বের পর চিনি হয়ে চলে আসে বাজারে।

বিশ্বে মোট উৎপাদিত চিনির ২২ শতাংশ উৎপাদন করে ভারত। ব্রাজিলের পরেই সবচেয়ে বেশি। তথ্য বলছে, এই মুহূর্তে ৫২৬টি চিনির কারখানা রয়েছে দেশে। মুম্বইয়ের শ্রীরেণুকা সুগারস লিমিটেড, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাদের প্রায় ১১টি কারখানা। মুম্বইয়ের সংস্থা বাজাজ হিন্দুস্তান লিমিটেড-এর অনেকগুলি প্ল্যান্ট আছে উত্তরপ্রদেশে। উত্তরপ্রদেশে একাধিক মিল রয়েছে কলকাতার সংস্থা বলরামপুর চিনি মিলস এবং আপার গ্যাঙ্গাস সুগার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এরও। ইন্ডিয়ান সুগার মিল অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫-'১৬ মরসুমে ভারতের চিনি উৎপাদন হয়েছিল ২৫১ লক্ষ টন। ২০১৭-'১৮য় তা বেড়ে ৩০৩.৬ লক্ষ টন হওয়ার সম্ভাবনা। ফলে ভারতের বাজারে চাহিদা (বছরে প্রায় ২৬০ লক্ষ টন) মিটিয়েও চিনি রপ্তানির সুযোগ থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এই অনুকুল পরিস্থিতিতে দেশে চিনি শিল্পের সংখ্যা বাড়ছে, বেড়ে চলেছে প্রশিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজনও। কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্প কারখানা হয়ে বাজার– চিনির যাত্রাপথটা অনেক লম্বা বলেই এই ক্ষেত্রটিতে কাজের সুযোগ অবিস্তর।

কানপুরের ন্যাশনাল সুগার ইনস্টিটিউট চিনি উৎপাদন-সংক্রান্ত বেশ কিছু স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স এবং আরও কম শিক্ষাগত যোগ্যতায় কিছু সার্টিফিকেট কোর্স করিয়ে থাকে। সংস্থাটি কেন্দ্রীয় সরকারের কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স, ফুড অ্যান্ড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন মন্ত্রকের অধীনস্থ।

কী পড়বেন: ন্যাশনাল সুগার ইনস্টিটিউট-এ স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স করা যায় পাঁচটি বিষয়ে:

সুগার প্রোডাক্টিভ অ্যান্ড ম্যাচিওরিটি ম্যানেজমেন্ট: শিক্ষাগত যোগ্যতা বিজ্ঞান অথবা কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক। কোর্সের মেয়াদ এক বছর। আসন সংখ্যা ১৮টি। পড়ার খরচ ২০,৮৫০ টাকা।

সুগার টেকনোলজি: শিক্ষাগত যোগ্যতা রসায়ন, পদার্থবিদ্যা এবং অঙ্কসহ স্নাতক। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতকরাও আবেদনের যোগ্য। কোর্সের মেয়াদ আড়াই বছর। আসন সংখ্যা ৬৯টি। পড়ার খরচ ১,০৩,৪৫০ টাকা।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মেন্টেশন অ্যান্ড অ্যালকোহল টেকনোলজি: শিক্ষাগত যোগ্যতা বিজ্ঞানে স্নাতক। স্নাতকস্তরে কেমিস্ট্রি বা অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি বা বায়োকেমিস্ট্রি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি পড়ে থাকতে হবে। বায়োটেকনোলজি বা কেমিক্যাল বা বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি টেক ডিগ্রিধারীরাও আবেদন যোগ্য। এক বছরের কোর্স। কোর্স শেষে সংশ্লিষ্ট শিল্পে চার মাসের ট্রেনিং। আসন সংখ্যা ২৮টি। পড়ার খরচ ৫৮,৪০০ টাকা।

সুগার ইঞ্জিনিয়ারিং: শিক্ষাগত যোগ্যতা মেকানিক্যাল, প্রোডাকশন বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের মধ্যে যে কোনও একটি বিষয়ে স্নাতক অথবা এএমআইআই কোর্সের মেয়াদ দেড় বছর। আসন সংখ্যা ২৮টি। খরচ ৬০,৪৫০ টাকা।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রোসেস অটোমেশন। শিক্ষাগত যোগ্যতা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ইলেকট্রনিক্স, ইন্সট্রুমেন্টেশন, অ্যাপ্লায়েড ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইলেকট্রিকাল, ইলেকট্রিকাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের মধ্যে যে কোনও একটি স্নাতক বা এএমআইআই এক বছরের কোর্স। আসন সংখ্যা ১৫টি। পড়ার খরচ ২৪,৩০০ টাকা।

এছাড়া যে সব সার্টিফিকেট কোর্সও পড়ানো হয়:

সুগার বয়েলিং: শিক্ষাগত যোগ্যতা অন্তত মাধ্যমিক পাশ। সঙ্গে কোনও ভ্যাকুয়াম প্যান সুগার ফ্যাক্টরিতে নমিনেশন সহ অন্তত ৯০ দিনের প্যান অপারেশনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। পাঁচ মাসের কোর্স। কোর্স শেষে সুগার ফ্যাক্টরিতে পাঁচ মাসের ট্রেনিং। আসন সংখ্যা ৫৭টি। পড়ার খরচ ২৯,৯০০ টাকা।

কোয়ালিটি কন্ট্রোল: শিক্ষাগত যোগ্যতা পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং অঙ্ক নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক। কোর্সের মেয়াদ চার মাস। আসন সংখ্যা ১৫টি। পড়ার খরচ ২০,৮৫০ টাকা।

সুগার ইঞ্জিনিয়ারিং: শিক্ষাগত যোগ্যতা মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিকাল, প্রোডাকশন, ইলেকট্রিকাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্সের মধ্যে যে কোনও একটি বিষয়ে ডিপ্লোমা। পাঁচ মাসের কোর্স। আসন সংখ্যা ১৫টি। পড়ার খরচ ৬৭,৯৫০ টাকা।

কীভাবে ভর্তি: ন্যাশনাল সুগার ইনস্টিটিউট-এ ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তির জন্য বয়স হতে হবে ৩৫-এর মধ্যে। ভর্তির জন্যে একটি প্রবেশিকা নেওয়া হবে। এ-বছর এই পরীক্ষা ১১ জুন। কলকাতায় পরীক্ষা কেন্দ্র আছে।

আবেদন ফর্ম ডাউনলোড করে নেওয়া যাবে www.nsi.gov.in থেকে ২০ মার্চ থেকে ৫ মে পর্যন্ত। ফি-বাবদ ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে দিতে হবে ১০০০ টাকা। (তফসিলি প্রার্থীদের ৮০০ টাকা) ডিমান্ড ড্রাফটি ডিরেক্টর, ন্যাশনাল সুগার ইনস্টিটিউট-এর অনুকুলে প্রদেয় হতে হবে।

মূল ডিমান্ড ড্রাফট সহ নির্দিষ্ট বয়ানে যথাযথভাবে পূরণ করা দরখাস্ত ১৫ মে-র মধ্যে সরাসরি বা ডাকে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: ডিরেক্টর, ন্যাশনাল সুগার ইনস্টিটিউট, কল্যাণপুর, কানপুর-২০৮০১৭।

আগ্রহীরা খুঁটিনাটি তথ্য জানতে দেখুন সংস্থার ওয়েবসাইট: www.nsi.gov.in

প্রয়োজন কেরিয়ার কাউন্সেলিং

প্রথম পাতার পর

টাঙালেই হল। তবে হতেই পারেন তিনি স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত। আপনি তার দক্ষতা আর আপনার সঙ্গে তাঁর সামঞ্জস্য তৈরি হচ্ছে কিনা খেয়াল করবেন। যদি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন হয় তবে তাদের মা-বাবা বা গার্জেনকে এই বিষয়গুলি খেয়াল রাখতে হবে। ইন্টারনেটে কাউন্সিলর খুঁজলে অবশ্যই তাঁর রেটিং দেখুন ও রিভিউ পড়ুন। যদি সম্ভব হয় বাড়ি বা কাজের জায়গার কাছে কাউকে খুঁজুন। কারণ আপনাকে একাধিক সিটিং-ও নিতে হতে পারে। অনেক কেরিয়ার কাউন্সেলিং সংস্থা আছে যারা শুধু কাজের খবর দেয় ও ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করে। আপনার ইচ্ছে থাকলে আপনি কথা বলে, সব কিছু জানিয়ে আপনার সিভি দিয়ে রাখবেন। সময়মতো আপনার সঙ্গে মানানসই সুযোগ দেখতে পেলেই তারা আপনাকে জানাবে।

আপনি শুধু এদের পেমেন্ট নিয়ে কথা বলে রাখবেন। আবার আপনার সমস্যা বা চাহিদা অন্যকিছুও হতে পারে। তাই কাউন্সিলর খোঁজার আগে আপনি আপনার চাহিদা আর কাউন্সিলরের বিশেষত্ব, তার দক্ষতা সম্পর্কে বিশদে জেনে নেবেন। আপনার যোগ্যতা বা সমস্যা বোঝার জন্য তারা কিছু সহজ পরীক্ষাও নিতে পারেন। এমনকী আপনার জন্য সবথেকে বেশি উপযুক্ত সমাধান খোঁজার জন্য আপনার সাইকোমেট্রিক টেস্টও নেওয়া হতে পারে।

মনে রাখবেন ওয়েব সার্চ করলেই আপনি অনেকের খোঁজ পাবেন। কিন্তু আপনাকে নিজের জন্য সঠিক জনকেই খুঁজতে হবে। আমাদের আপনজন, সঠিক অর্থে আত্মীয় বা বন্ধুরা তো আমাদের সব সমস্যায় পাশে থাকেই। তবে একজন প্রোফেশনাল ব্যক্তিগত আবেগ সরিয়ে রেখে আপনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারবেন। তিনি আপনার ত্রুটিগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারবেন। তাই একজন প্রফেশনালকে আপনি বেশি ভরসা করতে পারেন।

স্মার্ট কেরিয়ার: শুরু করুন ব্যবসা

প্রথম পাতার পর

পরিবেশ সম্পর্কে আগেই বিচার করতে হবে, এবং সেই অনুযায়ী তারে ব্যবসার পরিকল্পনা করতে হবে।

ব্যবসার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল, ব্যবসার পরিকাঠামো। কাঠামো বলতে এই অংশে ব্যবসার ধরন অর্থাৎ ব্যবসাটা কি একার না অংশীদারের ভিত্তিতে, তাও গুরুত্ব পাবে ব্যবসার পরিকাঠামোটিতে।

যেমন প্রতিষ্ঠানটির তত্ত্বাবধায়ক আপনি হবেন না অন্য কারওর মাধ্যমে পরিচালনা করবেন, লোকবল কেমন হবে, হিসাবরক্ষক লাগবে কি না এক কথায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য কাঙ্ক্ষিত লোকবলের একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকবে এতে।

আপনার ব্যবসাকে ভবিষ্যতে আপনি কীভাবে পরিচালনা করতে চান, কী লক্ষ্যে আপনার প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হবে, কীভাবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছবেন কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য আছে কি না, অর্থাৎ আপনার ব্যবসায়িক কৌশল কী হবে, এসবই থাকবে এ অংশে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আপনি মাসে গড়ে ৫০ হাজার টাকা আয় করতে চান, সেই সঙ্গে ছয় মাসের মধ্যেই বাড়াতে চান ব্যবসার পরিধিকে। এই বিষয়টি লিখতে হবে এ অংশে।

ব্যবস্থাপনা দল বা ম্যানেজমেন্ট টিমই বলে দেবে আপনার ব্যবসা সাফল্যের মুখ দেখবে, নাকি ক্ষতির মুখে পড়বে। তাই ব্যবসার জন্য দক্ষ ব্যবস্থাপনা দল খুব জরুরি। এই অংশে প্রতিষ্ঠানের প্রধান থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পদ পর্যন্ত সবার শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা, ব্যবসার অভিজ্ঞতা, উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসব বিষয় লেখা থাকবে। কাঠামোতে লোকবলের শীর্ষস্থানীয় পদগুলোর কথা উল্লেখ থাকে কেবল; কিন্তু ব্যবস্থাপনা দলে বাদ পড়বে না বিক্রেতা থেকে ঝাড়ুদারও।

আর্থিক পরিকল্পনা ব্যবসার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কী পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করবেন, ব্যবসার লাভের অংশ কতটুকু তুলে নেবেন আর তা থেকে কতটুকু বিনিয়োগ করবেন তা থাকবে এ অংশে। আর্থিক পরিকল্পনায় থাকতে পারে দোকান ভাড়া, কর্মচারীর বেতন ইত্যাদি স্থায়ী খরচের আনুমানিক হিসাব। পরিবর্তনশীল খরচের মধ্যে থাকবে কাঁচামাল। পোস্টার, বিলবোর্ড, বিশেষ অফারের পরিকল্পনাও থাকতে পারে। ব্যবসার ক্ষেত্রে কোনও অংশটির গুরুত্বই কম নয়। ব্যবসা কীভাবে পরিচালিত হবে তা থাকবে এই অপারেটিং প্ল্যানে। আপনি কী পরিমাণ পণ্য বাজারজাত করবেন, কতটুকু পর্যন্ত মজুত থাকবে, রিটেইলার বা সাপ্লায়ারদের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্ক বজায় থাকবে মোট কথা ব্যবসা কীভাবে সামাল দেবেন তার বিস্তারিত থাকবে এই অংশে।

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৩ মার্চ ২০১৭

সাপ্লি সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত জানান

মতামত জানানোর জন্য

jugasankha.suppli@gmail.com আইডি-তে মেল করতে পারেন

কিংবা

dainikjugasankha.in ওয়েবসাইটে SUPPLI লোগোতে ক্লিক করে

পাঠকের মতামত-এ আপনার মতামত লিখতে পারেন

সাপ্লি চ্যাট উইন্ডো-তে চ্যাট করতে পারেন

এবং

সাপ্লি রিডার্স পোল-এ আপনার মতামত জানাতে পারেন

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ২৩ মার্চ ২০১৭

মুড়ি ও চিঁড়ে তৈরির ব্যবসা

সালমা আহমেদ

ভারতের প্রধান খাদ্য ভাতের পাশাপাশি মুড়ি ও চিঁড়ে আমাদের মুখরোচক খাবার হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। গ্রাম বা শহর যে কোনও জায়গাতে ছোট-বড় সবার কাছেই মুখরোচক খাদ্য হিসাবে মুড়ি ও চিঁড়ের চাহিদা আছে। অল্প পুঁজিতে মুড়ি ও চিঁড়ের ব্যবসা বেশ লাভজনক। মুড়ি-চিঁড়ের ব্যবসা করে যে কোনও ব্যক্তি স্বাবলম্বী হতে পারেন। ভাতের

বিকল্প বা জলখাবার হিসাবে মুড়ি ও চিঁড়ে সাধরণত গুড়, চিনি, ফলমূল বা অন্য কোনও মিষ্টি জাতীয় দ্রব্যের সাথে খাওয়া হয়। চিঁড়ের পায়েস, পোলাও অনেকেই বেশ পছন্দ করে। মুড়ি ও চিঁড়ের সাথে গুড় মিশিয়ে মোয়া তৈরি করা হয়। মশলা মেশানো চিঁড়ে ভাজা বা মুড়ি মাখানো সবার কাছেই বেশ প্রিয়।

মূলধন: আনুমানিক ১৫০০-২০০০ টাকার স্থায়ী উপকরণ এবং ৫০০-৬০০ টাকার কাঁচামাল কিনে মুড়ি-চিঁড়ে তৈরি ব্যবসা শুরু করা সম্ভব।

প্রশিক্ষণ: মুড়ি বা চিঁড়ে তৈরির জন্য কোনও প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার দরকার নেই। মুড়ি-চিঁড়ে তৈরি দেখে দেখেই শেখা সম্ভব। অভিজ্ঞ কারও কাছ থেকেও এ ব্যাপারে ধারণা নেওয়া যেতে পারে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

(তৈজসপত্রের দোকান থেকে পাওয়া যাবে)
বড় কড়াই—১টি: ৫০০-৫২০ টাকা
(মুদি দোকান থেকে)
কুলো—১টি: ২৫-২৮ টাকা
(মাটির পণ্য বিক্রির দোকান থেকে)
মাটির হাঁড়ি—১টি: ৩০-৩২ টাকা
মাটির হাঁড়ি (বালি গরম করার জন্য)
ঝাঁজরি (মাটির)—১টি: ৩০-৩২ টাকা
(বাসন বিক্রির দোকান)
টিনের কৌটো—১টি: ২০-২৫ টাকা
(নিজেই তৈরি করে নেওয়া যায়)
উনুন (মাটির)—২টি
ঢেঁকি/ধানের কল—১টি
মোট = ৬৩৫-৬৬৯ টাকা।
কাঁচামাল:
(ধানের বাজার থেকে)
ধান—১০ কেজি: ১৫০-২০০ টাকা
(মুদি দোকান থেকে)
নুন—৭৫ গ্রাম: ২-৪ টাকা
(বালি বিক্রির দোকান থেকে)
বালি—পরিমাণমতো: বিনামূল্যেও জোগাড় করা যায়
মোট = ১৫২-২০৪ টাকা।
চিঁড়ে তৈরি খরচ: প্রয়োজনীয় উপকরণ:
(তৈজসপত্রের দোকান থেকে)
বড় কড়াই—১টি: ৫০০-৫৫০ টাকা
(মুদি দোকান থেকে)
কুলো—১টি: ২৫-৩০ টাকা
(মাটির পণ্য বিক্রির দোকান থেকে)
মাটির হাঁড়ি—২টি: ৬০-৭০ টাকা
(বাজারে নির্দিষ্ট দোকান থেকে)
বাঁশের ঝুড়ি/বেতের ধামা—১টি (বড়): ১৫০-১৭০ টাকা
(কাঠ মিস্ত্রি দিয়ে তৈরি করে নেওয়া যায়)
ঢেঁকি—১টি: ৫০০-৮০০ টাকা
(নিজে তৈরি করা যায়)
উনুন—১টি
মোট = ১২৩৫-১৬২০ টাকা
চিঁড়ে তৈরির কাঁচামাল:
(ধানের বাজার থেকে)
ধান—১০ কেজি: ১৫০-২০০ টাকা
(মুদি দোকান থেকে)
নুন—৭৫ গ্রাম: ২-৪ টাকা
জল: পরিমাণমতো
মোট = ১৫২-২০৪ টাকা

মুড়ি তৈরির নিয়ম: মুড়ি ভাজার উপযোগী ধান বেছে নিতে হবে। ধানগুলো একটি বড় পাত্রে (কড়াই, পাতিল, ব্যারেল, হাফ ড্রাম) সমান সমান জল দিয়ে সেদ্ধ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত দু-একটি ধান ফেটে চাল না বের হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেদ্ধ করতে হবে। ধান সেদ্ধ হলে অন্য একটি পাত্রে জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরদিন সকালে ধানগুলো আবার সেদ্ধ করতে হবে। এরপর ধানগুলো জল থেকে ছেঁকে নিয়ে পরিষ্কার একটি স্থানে ছড়িয়ে দিতে হবে। কড়া রোদে দিলে একদিনেই ধান শুকিয়ে যায়। শুকনো ধানগুলো ঢেঁকিতে ভাঙাতে হবে যেন খোসাগুলো আলাদা হয়ে যায়। অথবা ধানভাঙার মেশিনেও চাল তৈরি করা যায়। এবার কুলোয় ঝেড়ে চালগুলো খোসা (তুষ) থেকে আলাদা করে ফেলতে হবে। মুড়ি ভাজতে ২টি উনুন দরকার হয়। একটি উনুনে চালগুলো অনবরত নাড়তে হয় যেন সেগুলো বাদামি হয়ে যায়। অন্য উনুনে বালি গরম করতে হয়। উনুনে দেওয়ার আগে চালগুলোতে নুন ও সামান্য জল মাখিয়ে নিতে হবে। চাল উত্তপ্ত হয়ে যে সময় দুই একটি ফুটতে থাকবে তখন গরম বালির পাত্রে চালগুলো ঢেলে দিয়ে ক্রমাগত নাড়তে হবে। এভাবে নাড়তে থাকলে সব চাল ফুটে যাবে। চাল ফোটা শেষ হলে চালুনী দিয়ে চেলে নিলে মুড়িগুলো বালি থেকে

আলাদা হয়ে যাবে।

চিঁড়ে কোটা: মুড়ির মতো চিঁড়ের জন্যও বিশেষ ধরনের চাল লাগে। চিঁড়ের ধান তৈরি করাও একটি বিশেষ কৌশল। গ্রামের মেয়েরা তাদের মা-কাকিমাদের কাছ থেকে এগুলো শিখে থাকে। একজনের থেকে থেকে আরেকজন শেখে, এভাবেই চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। চোখে দেখে, আন্দাজ করে, গন্ধ শুঁকে এবং সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগ করে চিঁড়ে কুটতে হয়। এছাড়া এখন মেশিনেও চিঁড়ে কোটা যায়।

চিঁড়ে তৈরির নিয়ম: চিঁড়ের উপযোগী ধান নির্বাচন করতে হবে। একটি বড় পাত্রে ডুবন্ত জলে ধান ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরদিন সকালে ধানগুলো সেদ্ধ করতে হবে। দু-একটি ধান ফেটে গেলে বুঝতে হবে সেদ্ধ হয়েছে। ধানগুলো বেতের ধামায় রেখে জল ঝরাতে হবে। এবার এই ধানগুলো রোদে না শুকিয়েই চিঁড়ে বানানোর প্রস্তুতি নিতে হবে। মাটি বা লোহার তৈরি কড়াই-এ ধান বালি ছাড়াই ক্রমাগত নেড়ে ভাজতে হবে। দু-একটি ধান ফুটতে থাকলে কড়াই থেকে নামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁকিতে কুটতে হবে। সব ধান থেকে চাল বের হয়ে ভালো ভাবে চ্যাপ্টা না হওয়া পর্যন্ত কুটতে হবে এবং মাঝে মাঝে হাতে তুলে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কোটা শেষ হলে কুলোয় ঝেড়ে তুষ ও কুড়ো আলাদা করে নিতে হবে। চিঁড়ে ভাজতে একজন আর ঢেঁকিতে পাড় দিতে আরও ২ জন লোক দরকার হয়।

বর্তমানে মেশিনে চিঁড়ে তৈরি হয়। তবে ঢেঁকিতে তৈরি চিঁড়ের স্বাদ ও পুষ্টি বেশি থাকে।

সতর্কতা: মুড়ি ও চিঁড়ে তৈরির পর খোলা পাত্রে রেখে দিলে তা নরম হয়ে যায়। বিশেষ করে মুড়ি মচমচে না হলে তা বাজারে বিক্রি করা যাবে না। এজন্য মুড়ি ও চিঁড়ে তৈরির পরই তা মুখ বন্ধ পাত্রে রেখে দিতে হবে। বিক্রির জন্য ৫০০ গ্রাম, এক কেজি ইত্যাদি বিভিন্ন মাপে মেপে প্যাকেট করে রাখা যেতে পারে। বায়ুশূন্য পলি প্যাকেটে সংরক্ষণ করে বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে।

আনুমানিক আয় ও লাভের পরিমাণ

মুড়ি: ১০ কেজি ধান থেকে আনুমানিক ৫ কেজি চাল পাওয়া যায় এবং প্রায় ৫ কেজি চাল থেকে আনুমানিক প্রায় ৫ কেজি মুড়ি বা চিঁড়ে তৈরি করা যেতে পারে।

খরচ: স্থায়ী উপকরণ বাদে ৫ কেজি মুড়ি তৈরিতে খরচ ১৫০-২০০ টাকা।

১ কেজি মুড়ি তৈরিতে খরচ ৩০-৪০ টাকা।

জ্বালানিবাবদ ৫-৬ টাকা।

মোট খরচ ৩৫-৪৬ টাকা।

আয়: ১ কেজি মুড়ির বিক্রয় মূল্য ৫০-৫৫ টাকা।

লাভ: (১ কেজি মুড়ির বিক্রয় মূল্য ৫০-৫৫ টাকা) - (১ কেজি মুড়ি তৈরিতে খরচ ৩৫-৪৬ টাকা) = ১৫-৯ টাকা।

অর্থাৎ লাভ ৯-১৫ টাকা। তবে সময় ও স্থানভেদে এর কম বা বেশি লাভ হতে পারে।

চিঁড়ে

খরচ: ৫ কেজি চিঁড়ের কাঁচামালের খরচ হয় ১৫২-২০৪ টাকা। ১ কেজি চিঁড়ে তৈরিতে খরচ ৩১-৪১ টাকা।

আয়: ১ কেজি চিঁড়ের বিক্রয় মূল্য ৪০-৪৫ টাকা। অর্থাৎ লাভ ৪-৯ টাকা। তবে সময় ও স্থানভেদে এর কম বা বেশি লাভ হতে পারে।

কোন মেশিনে কী ব্যবসা

ফ্রিজ, আলমারি, গাড়ি ইত্যাদি রং করার জন্য এয়ার কম্প্রেসর মেশিন ব্যবহার করা হয়।

কীভাবে করবেন: প্রথমে বাজার থেকে পছন্দমতো রং কিনে এনে সেই রং স্প্রে-গানের ভেতর ঢেলে দিতে হবে। স্প্রে-গানটি একটি পাইপের সাহায্যে এয়ার কম্প্রেসর মেশিনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। যে জিনিসটি রং করা হবে, তার গায়ে প্রথমে রং স্প্রে করে এয়ার কম্প্রেসরের হাওয়ার সাহায্যে তাকে জিনিসটির গায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। কাজের তারতম্য অনুযায়ী এই মেশিনটির জন্য মোটর লাগবে ১/২ হর্সপাওয়ার থেকে ৫ হর্সপাওয়ার পর্যন্ত এবং বিদ্যুৎ লাগবে ২২০ থেকে ৪৪০ ভোল্ট।

কোন মেশিনের কী দাম: মেশিনের সঙ্গে ব্যবহৃত স্প্রে-গানটির দাম পড়বে ৪০০-১২৫০ টাকা। এছাড়া ১ হর্সপাওয়ার মোটর যুক্ত এয়ার কম্প্রেসার মেশিনটির দাম পড়বে ১০,০০০ টাকা। মেশিন পাবেন এই ঠিকানায়: Bharat Machine Tools Industries, 61, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata-700013. Ph: 94324-22086, 2236-8015.

যুগশঙ্খ
SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৩ মার্চ ২০১৭

এখন থেকে প্রতি সংখ্যায় থাকবে পুরো চার পাতা জুড়ে চাকরি, ট্রেনিং ও কোর্সের খোঁজখবর

লোকসভায় হাউসকিপার, জুনিয়র প্রুফ রিডার, প্রিন্টার, ওয়্যারহাউসম্যান

৪৪জন কর্মী নিয়োগ করবে লোকসভা সচিবালয়। নিয়োগ হবে হাউসকিপার গ্রেড-থ্রি, প্রিন্টার,জুনিয়র প্রুফ রিডার, ওয়্যারহাউসম্যান পদে। প্রার্থী বাছাই করবে জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট সেল।

শূন্যপদ: হাউসকিপার ২৭টি, ফরাশ ১ টি। এর মধ্যে তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের জন্য ২টি এবং ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ৯টি শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে। মোট শূন্যপদের মধ্যে ১টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা এবং হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার জ্ঞান থাকতে হবে। তফসিলিরা ৫,ওবিসি-রা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা সর্বাধিক ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 5/2017.

জুনিয়র প্রুফ রিডার: ৬ টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক। সঙ্গে এআইসিটিই স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রিন্টিং টেকনোলজি নিয়ে ডিপ্লোমা বা বুক পাবলিশিংয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা অথবা সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এআইসিটিই স্বীকৃত কম্পিউটার সার্টিফিকেট বা ডোয়েক 'ও' লেভেল বা সমতুল কোর্স করা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স: ২৭-৩-২০১৭ তারিখে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রিন্টার: ৫টি (সাধারণ ৪, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: এআইসিটিই স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রিন্টিং টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা অথবা যে কোনও শাখায় স্নাতক, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অথবা উচ্চমাধ্যমিক সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স: ২৭-৩-২০১৭ তারিখে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

ওয়্যারহাউসম্যান: ৫টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)। এর মধ্যে শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক, সঙ্গে এআইসিটিই স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রিন্টিং টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা অথবা সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এআইসিটিই স্বীকৃত কম্পিউটার সার্টিফিকেট বা ডোয়েক 'ও' লেভেল বা সমতুল কোর্স করা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স: ২৭-৩-২০১৭ তারিখে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 3/2017.

বেতনক্রম: ৫২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে হাউসকিপার এবং ফরাশের ক্ষেত্রে ১৯০০ টাকা, জুনিয়র প্রুফ রিডার এবং প্রিন্টারের ক্ষেত্রে ২,৮০০ টাকা, ওয়্যারম্যান হাউসের ক্ষেত্রে ২২০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে হাউসকিপার এবং ফরাসের ক্ষেত্রে একটি স্ক্রিনিং টেস্টের মাধ্যমে। প্রিন্টার এবং জুনিয়র প্রুফ রিডারের পদের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি প্রিলিমিনারি এগজামিনেশন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ট্রেড টেস্টের মাধ্যমে। প্রিন্টার পদের ক্ষেত্রে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, জেনারেল ইংলিশ, জেনারেল হিন্দি, ও প্রুফ রিডিং বিষয়ে। জুনিয়র প্রুফ রিডারের ক্ষেত্রে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, জেনারেল ইংলিশ ও জেনারেল হিন্দি বিষয়ে। এক্ষেত্রে মেন এগজামিনেশনে প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং ইংলিশ ও হিন্দি গ্রামার ও এসে রাইটিং সংক্রান্ত। ওয়্যারহাউসম্যান পদের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই করা হবে ট্রেড টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষা-সংক্রান্ত তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইটে: www.loksabha.nic.in.

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন উপরের ওয়েবসাইট থেকে। আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে যথাযথভাবে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন প্রার্থীর দু'কপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফোটো। ফোটোদুটি দরখাস্ত এবং অ্যাটেন্ড্যান্স শিটের ওপর সেঁটে দেবেন। বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল। শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের নকল। কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের নকল। প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের নকল। অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি।

প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ দরখাস্ত ভরা খামের ওপর যে-পদের জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন। দরখাস্ত ২৭ মার্চের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Joint Recruitment Cell, Lok Sabha Secretariat, Room No. 521, Parliment House Annexe, New Delh-110001.

ইন্ডিয়ান অয়েল নেবে ২০ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার

ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের পারাদ্বীপ রিফাইনারি জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট-IV(প্রোডাকশন) পদে ২০ জন লোক নিচ্ছে। ফিজিক্স,অঙ্ক, কেমিস্ট্রি/ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি বিষয়ের বি. এসসি. কোর্স পাস-রা অন্তত ৫০% (তফসিলি হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদনের যোগ্য। অন্তত ৫০% (তফসিলি হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা, রিফাইনারি অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যালস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাসরাও আবেদনের যোগ্য। পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি/পেট্রোকেমিক্যাল/ ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট/হেভি কেমিক্যাল/গ্যাস প্রোসেসিং ইন্ডাস্ট্রিতে অন্তত ১ বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩১-৩-২০১৭-এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ১১,৯০০-৩২,০০০ টাকা। শূন্যপদ ২০টি। সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১৩। পোস্ট কোড: 101. প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। সফল হলে মোট শূন্যপদের ২ গুণ প্রার্থীকে স্কিল টেস্ট/দক্ষতা/ফিজিক্যাল টেস্টের জন্য ডাকা হবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: PDR/HR/01/Rectt-17. Date: 01-03-2017.

দরখাস্ত করতে হবে অনলাইনে ২৭ মার্চের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.iocrefrecruit.in. এর জন্য প্রথমে পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নিতে হবে। এরপর পরীক্ষার ফি-বাবদ ১৫০ টাকার ক্রসড ডিমান্ড ড্রাফট কাটবেন। 'Indian Oil Corporation Ltd'-এর অনুকূলে। পেয়েবল অ্যাট 'State Bank of India, Paradeep Branch (Brach Code 003945, IFSC Code SBIN 0003945) ড্রাফটের উল্টোদিকে নাম, ঠিকানা, পোস্ট কোড, অ্যাপ্লিকেশন নং উল্লেখ করবেন। তফসিলিদের কোনও ফি লাগবে না। প্রথমে ওপরের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার সিস্টেম জেনারেটেড করে প্রিন্টআউটটি ডাকে পাঠাতে হবে। তখন সঙ্গে দিতে হবে: বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল, ডিমান্ড ড্রাফটের মূল। দরখাস্ত ৫ এপ্রিলের মধ্যে পৌঁছতে হবে। ঠিকানা: Indian Oil Corporation Ltd, Paradeep Refinery, PostBox No.145, General Post Office, Bhubaneswar-751001.

এনএউএইচএস নিচ্ছে ১০০ ল্যাব টেকনিশিয়ান

দ্য কলকাতা সিটি এনইউএইচএম সোসাইটি ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান পদে ১০০ জন লোক নিচ্ছে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি/অঙ্ক বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস-রা রাজ্য মেডিকেল ফ্যাকাল্টি বা এআইসিটিই-র অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে যোগ্য। কম্পিউটারে জ্ঞান, এমএস অফিস ও ইন্টারনেট-সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। বয়স হতে হবে ১-১-২০১৭-এর হিসাবে ৪০ বছরের মধ্যে। তফসিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীরা সরকারি নিয়মানুযায়ী বয়সে ছাড় পাবেন। পারিশ্রমিক মাসে ৯,৩৮০ টাকা। শূন্যপদ ১০০টি। সাধারণ ৪৬, সাধারণ প্রতিবন্ধী ৩, সাধারণ মেধাবী খেলোয়াড় ২, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ৪, তফসিলি জাতি ২১, তফসিলি জাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ১, ওবিসি-এ ক্যাটেগরি ১০, ওবিসি-বি ক্যাটেগরি ৭, তফসিলি উপজাতি ৬।

প্রার্থী বাছাই হবে মেধা ও প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে। মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে বেসিক শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য থাকবে ৮৫ নম্বর আর কম্পিউটার টেস্টে থাকবে ১৫ নম্বর। শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর দেখে মোট শূন্যপদের ১০ গুণ প্রার্থীকে প্র্যাকটিক্যাল টেস্টের জন্য ডাকা হবে। তখন কম্পিউটার টেস্ট হবে। প্র্যাকটিক্যাল টেস্টে ৪০% নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 10/Kolkata City NUHM Society/2016-17.

দরখাস্তের ফর্ম পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.kmcgov.in. সঙ্গে দেবেন পূরণ করা ফর্ম, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত নকল, শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় মার্কশিট ও সার্টিফিকেটের স্ব-প্রত্যয়িত নকল, কম্পিউটার কোর্স পাসের সার্টিফিকেটের স্ব-প্রত্যয়িত নকল, পাসপোর্ট ভোটার আইডি বা আধারকার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত নকল। দরখাস্ত হাতে হাতে জমা দিতে হবে ৩০ মার্চের মধ্যে। এই ঠিকানায়: The PMU Office of Kolkata City NUHM Society, Room No. 254, 2nd floor, 5 S. N. Banerjee Road, Kollata 700013.

হোটেল ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি কোর্সের প্রবেশিকা

পশ্চিমবঙ্গের তিনটি কলেজে হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্যাটারিং টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষা জে হোম-২০১৭ হবে ১০ জুন। পরীক্ষাটি পরিচালনা করবে পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ড। কোর্সের মেয়াদ ৪ বছর।

সিট: এনএসএইচএম স্কুল অব হোটেল ম্যানেজমেন্ট ১২০টি। গুরুনানক ইনস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্ট ৬০টি। শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ৪৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস। বয়স: ৩১-১২-২০১৭ তারিখে ১৭ বছরের উর্ধ্বে হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েস ধরনের প্রশ্ন হবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, জেনারেল নলেজ, লজিক্যাল রিজনিং এবং এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স বিষয়ে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। পরীক্ষা সকাল ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত। পরীক্ষাকেন্দ্রের কোড নম্বর: কলকাতা (৮১১), দুর্গাপুর (৭৩১), শিলিগুড়ি (৭৫১)। আবেদনের সময় প্রার্থীর পছন্দের যে কোনও দুটি কেন্দ্র উল্লেখ করে দিতে হবে। ১ জুন থেকে পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে www.wbjeeb.nic.in ওয়েবসাইট থেকে। এই ওয়েবসাইটেই অনলাইন আবেদন করতে হবে প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ।

ফি-বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকা। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইনে নেট ব্যাংকিং বা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অথবা অফলাইনে এলাহাবাদ ব্যাংকের ই-চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করা যাবে উপরের ওয়েবসাইট থেকেই। অনলাইনে ফি জমা দিলে ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন।

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণের পর এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নিতে হবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য উপরের ওয়েবসাইট দেখুন অথবা যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ড, এ কিউ-১৩/১, সেক্টর ফাইভ। সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৩ মার্চ ২০১৭

চাকরির খোঁজ-খবর

বিএসএনএল ২,৫১০ জুনিয়র টেলিকম অফিসার নেবে

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সংস্থা, ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড জুনিয়র টেলিকম অফিসর পদে ২,৫১০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। টেলিকম, ইলেকট্রনিক্স, রেডিও, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, ইনফর্মেশন টেকনোলোজি, ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বি ই বা, বি টেক) কোর্স পাস-রা আবেদন করতে পারেন। ইলেকট্রনিক্স বা কম্পিউটার সায়েন্সের এমএসসি কোর্স পাসরাও যোগ্য।

সবক্ষেত্রেই ২০১৭ সালের গেট পরীক্ষা দিয়ে থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩১-০১-২০১৭-র হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসি-রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ (তফসিলি হলে ১৫, ওবিসি হলে ১৩) বছর, প্রাক্তন সমরকর্মী ও বিএসএনএল-এ কর্মরতরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ১৬,৪০০-৪০,৫০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই হবে গেট পরীক্ষায় পাওয়া স্কোর দেখে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৬ এপ্রিলের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.exter-nalexam.bsnl.co.in। এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে। পরীক্ষা ফি-বাবদ ৫০০ (তফসিলি হলে ৩০০) টাকা ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড দেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

কোন সার্কেলে কটি শূন্যপদ: পশ্চিমবঙ্গ ৯৩টি (জেনারেল ৪৭, ওবিসি ২৫, তফসিলি জাতি ১৪, তফসিলি উপজাতি ৭)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৩।

আন্দামান ও নিকোবর ১৩টি (জেনারেল ৭, ওবিসি ৫, তফসিলি উপজাতি ১), এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১টি।

বিহারে ১০টি (জেনারেল ৭, ওবিসি ২, তফসিলি জাতি ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১টি।

ছত্তিসগড় ৫৬টি (জেনারেল ২৯, ওবিসি ১৫, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৪)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ২টি।

গুজরাট ২৬০টি (জেনারেল ১৩১, ওবিসি ৭০, তফসিলি জাতি ৩৯, তফসিলি উপজাতি ২০)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৮টি।

হিমাচলপ্রদেশ ৫৩টি (জেনারেল ২৭, ওবিসি ১৫, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৩)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১টি।

অসম ১৬৬টি (জেনারেল ৯৫, ওবিসি ২১, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৪০)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৪টি।

জম্মু ও কাশ্মীর ৮৪টি (জেনারেল ৫০, ওবিসি ২২, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৬)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ২টি।

ঝাড়খণ্ড ৪৫টি (জেনারেল ২৩, ওবিসি ১২, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৩)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১টি।

কর্ণাটক ৩০০টি (জেনারেল ১৪৮, ওবিসি ৮৩, তফসিলি জাতি ৪৬, তফসিলি উপজাতি ২৩)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৯টি।

কেরল ৩৩০টি (জেনারেল ১৬৮, ওবিসি ৮৯, তফসিলি জাতি ৪৯, তফসিলি উপজাতি ২৪)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১০টি।

মহারাষ্ট্র ৪৪০টি (জেনারেল ২২২, ওবিসি ১১৯, তফসিলি জাতি ৬৬, তফসিলি উপজাতি ৩৩)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১৩টি।

নর্দার্ন টেলিকম রিজিয়নে ২৮টি (জেনারেল ১৪, ওবিসি ৮, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১টি।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল-১-এ ৯১টি (জেনারেল ৪৬, ওবিসি ২৪, তফসিলি জাতি ১৪, তফসিলি উপজাতি ৭)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ২টি।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল-২-এ ১৭টি (জেনারেল ৯, ওবিসি ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ২)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১টি।

ওড়িশা ৯৪টি (জেনারেল ৪৬, ওবিসি ২৭, তফসিলি জাতি ১৪, তফসিলি উপজাতি ৭)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ২টি।

পঞ্জাব ১৬৩টি (জেনারেল ৮৩, ওবিসি ৪৪, তফসিলি জাতি ২৪, তফসিলি উপজাতি ১২)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৫টি।

তামিলনাড়ু ১০৩টি (জেনারেল ৫৪, ওবিসি ২৭, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ৭)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৪টি।

উত্তরপ্রদেশ (পশ্চিম) ১১৭টি (জেনারেল ৬৪, ওবিসি ৩২, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ১১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৩টি।

উত্তরাঞ্চল ১০টি (জেনারেল ৭, ওবিসি ৩)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১টি।

চেন্নাই টেলিকম ডিস্ট্রিক্ট-এ ৩৭টি (জেনারেল ২২, ওবিসি ৫, তফসিলি উপজাতি ১০)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১টি।

বিমা সংস্থায় ৯৪৮ অ্যাসিস্ট্যান্ট

দ্য নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড 'অ্যাসিস্ট্যান্ট' পদে ৯৪৮জন লোক নিচ্ছে।

যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। যে-রাজ্যের শূন্যপদের জন্য আবেদন করবেন, সেই রাজ্যের রিজিওন্যাল ল্যাঙ্গুয়েজে জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩০-০৬-২০১৬-র হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসি-রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ (তফসিলি হলে ১৫, ওবিসি-রা ১৩) বছর বয়স ছাড় পাবেন। মূল মাইনে ১৪,৪৩৫ -৪০,০৮০ টাকা। শুরুতে মাইনে মাসে প্রায় ২৩,০০০ টাকা। শূন্যপদ ৯৪৮টি (জেনারেল ৫৩৩, ওবিসি ২২৮, তফসিলি জাতি ১৪০, তফসিলি উপজাতি ৭৫)

প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন ও লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। এজন্য প্রথমে প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষা হবে ২২ ও ২৩ এপ্রিল। এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন থাকবে এই বিষয়ে– (১) টেস্ট অব ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ: ৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, (২) টেস্ট অব রিজিনিং: ৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন, (৩) টেস্ট অব নিউমেরিক্যাল এবিলিটি: ৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ১ ঘণ্টা।

এরপর হবে মেইন পরীক্ষা ২৩ মে। এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন থাকবে এই বিষয়– (১) টেস্ট অব রিজিনিং: ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (২) টেস্ট অব ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ: ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৩) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস: ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, কম্পিউটার নলেজ ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৪) টেস্ট অফ নিউমেরিক্যাল এবিলিটি: ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘণ্টা। সফল হলে কম্পিউটার দক্ষতার পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ। শুরুতে ৬ মাসের প্রোবেশন। নেগেটিভ মার্কিং আছে। পরীক্ষা হবে এই সব কেন্দ্রে: আসানসোল, বহরমপুর, বর্ধমান, দুর্গাপুর, হুগলি, কল্যাণী, কলকাতা, শিলিগুড়ি। কললেটার ডাউনলোড করতে পারবেন পরীক্ষার ১০ দিন আগে।

www.newinia.co.inওয়েবসাইটে দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৯ মার্চ পর্যন্ত। এজন্য বৈধ একটি ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আর ফোটো ও সিগনেচার আপলোড করবেন। এবার পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০০ (প্রতিবন্ধী, তফসিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী, মহিলা হলে ৫০) টাকা অনলাইনে দিতে হবে। ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, মোবাইল ওয়ালেটে টাকা জমা দেবেন। সব শেষে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে ও সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

কোন রাজ্যে কটি শূন্যপদ: পশ্চিমবঙ্গ ২৬টি (জেনারেল ১৩, ওবিসি ৬, তফসিলি ৬, তফসিলি উপজাতি ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ৩টি। বিহার ৯টি (জেনারেল ৫, ওবিসি ৪)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ৩টি। ঝাড়খণ্ড ৬টি (জেনারেল ৩, ওবিসি ২, তফসিলি ১)। ওড়িশা ১৩টি (জেনারেল ৭, ওবিসি ১, তফসিলি ২, তফসিলি উপজাতি ৩)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ৩টি। অন্ধ্রপ্রদেশ ২০টি। অরুণাচল প্রদেশ ১টি। চন্ডিগড় ৫টি। ছত্তিশগড় ১১টি। দিল্লি ৬০টি। গোয়া ৪টি। গুজরাত ৯৬টি। হরিয়ানা ১৯টি। হিমাচল প্রদেশ ৭টি। জম্মু ও কাশ্মীর ৮টি। কর্নাটক ৬৬টি। কেরল ৫১টি। মধ্যপ্রদেশ ৩৯টি। মহারাষ্ট্র ২৫০টি। মেঘালয় ১টি। মিজোরাম ৩টি। নাগাল্যান্ড ১টি, পঞ্জাব ৩১, পডুচেরী ২টি, আন্দামান নিকোবর (পোর্ট ব্লেয়ার) ৩টি, রাজস্থান ৩১, তামিলনাড়ু ১০৪, তেলেঙ্গানা ২৫, ত্রিপুরা , উত্তর প্রদেশ ৬৪টি, উত্তরাখণ্ড ১০টি।

প্রতি মঙ্গলবার 'উত্তরণ'-এ এখন পড়াশোনা ছাড়াও থাকছে নানান শিক্ষামূলক লেখা, যা প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াশোনায় আরও আগ্রহী করে তুলবে।

জয়পুর মেট্রো রেলে চাকরি

স্টেশন কন্ট্রোলার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, কাস্টমার রিলেশনস অ্যাসিস্ট্যান্ট ও মেইন্টেনর পদে বেশ কিছু কর্মী নেবে জয়পুর মেট্রো রেল কর্পোরেশন। ২ বছরের প্রবেশন। পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীরা শুধুমাত্র সাধারণ ক্যাটাগরির জন্য বিবেচিত হবেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: F.1(31) JMRC/DCA/HR/DR-III/2014-15/6280

স্টেশন কন্ট্রোলার/ট্রেন অপারেটর:

শূন্যপদ ৮ টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট ৫০ শতাংশ নম্বর বা সমতুল গ্রেড-সহ স্নাতক। উচ্চমাধমিকে Methematics বা Physics অন্যতম বিষয় হিসাবে পড়ে থাকতে হবে।

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়র (সিভিল)

শূন্যপদ ৩টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট ৫০ শতাংশ নম্বর বা সমতুল গ্রেড-সহ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমতুল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিগ্রি।

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়র (মেকানিক্যাল)

শূন্যপদ ১ টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট ৫০ শতাংশ নম্বর বা সমতুল গ্রেড-সহ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমতুল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিগ্রি।

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়র (ইলেকট্রিক্যাল)

শূন্যপদ ৪টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট ৫০ শতাংশ নম্বর বা সমতুল গ্রেড-সহ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমতুল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিগ্রি।

জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট:

শূন্যপদ ১টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট ৫০ শতাংশ নম্বর সহ কমার্সে স্নাতক। সেই সঙ্গে নিম্নলিখিত যে কোনও একটি যোগ্যতা থাকতে হবে– 'ও' লেভেল অথবা ন্যাশনাল বা স্টেট কাউন্সিল অব ভোকেশনাল ট্রেনিং স্কিম-এর অধীনে কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্টিফিকেট কোর্স বা ডেটা প্রিপারেশন অ্যান্ড কম্পিউটার সফটওয়্যার কোর্স অথবা কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন-এ ডিপ্লোমা অথবা স্বীকৃত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশন থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা।

কাস্টমার রিলেশনস অ্যাসিস্ট্যান্ট:

শূন্যপদ ২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট ৫০ শতাংশ নম্বর বা সমতুল গ্রেড-সহ যে-কোনও বিষয়ে স্নাতক।

মেইন্টেনার (ফিটার):

শূন্যপদ ৩টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিটার ট্রেডে ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট বা স্টেট ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

মেইন্টেনার (ইলেকট্রিক)

শূন্যপদ ৫টি। ইলেকট্রনিক ট্রেডে ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট বা স্টেট ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

বয়স: ১-১-২০১৮ তারিখে মেইন্টেনার পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩৮ বছরের মধ্যে এবং বাকি সব ক'টি পদের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৩৮ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতনক্রম: স্টেশন কন্ট্রোলার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ও জুনিয়র অ্যাকাউট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা, সঙ্গে গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা। মেইন্টেনার ও কাস্টমার রিলেশনস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ৫,২০০-২০,২০০ টাকা, সঙ্গে গ্রেড-পে যথাক্রমে ২,৪০০ ও ২,৮০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা ও মেডিক্যাল ফিটনেস টেস্টের মাধ্যমে। স্টেশন কন্ট্রোলার পদের ক্ষেত্রে থাকবে সাইকোমেট্রিক টেস্ট ও ইন্টারভিউ। পরীক্ষাকেন্দ্র জয়পুর। তবে কর্তৃপক্ষ মনে করলে আজমের, ভরতপুর, বিকানির, যোধপুর, কোটা ও উদয়পুরেও পরীক্ষাকেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে পারেন। পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস পাবেন www.jmrcrecruit-ment.in ওয়েবসাইটে।

অনলাইন দরখাস্তও করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করা যাবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। অনলাইন ব্যবস্থায় ফি-বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকা। ব্যাংক চার্জ বাবদ অতিরিক্ত টাকা দিতে হতে পারে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটটি।

বিদ্যুৎ নিগমে ৫৬ এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ও অফিসার

তেনুঘাট বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড অ্যাসিস্ট্যান্ট অপারেটর, অ্যাসিস্ট্যান্ট পার্সোনেল অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (আইটি), অ্যাকাউন্টস অফিসার ও পার্সোনেল অফিসার পদে ৫৬ জন লোক নেওয়া হচ্ছে।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

অ্যাসিস্ট্যান্ট অপারেটর: মাধ্যমিক পাস-রা আইটিআই থেকে সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে ও অন্তত: ৫০% (তফসিলি হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। মূল মাইনে ৫,২০০ - ২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ৩,০০০ টাকা। শূন্যপদ ৪০টি (জেনারেল ২০, ওবিসি-I ক্যাটাগরি ৩ ওবিসি-II ৩ ক্যাটাগরি, তফসিলি ৪, তফসিলি উপজাতি ১০)।

অ্যাকাউন্টস অফিসার: চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি বা, কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সি কোর্স পাস-রা যোগ্য। কম্পিউটারে ট্যালি প্যাকেজে জ্ঞান থাকতে হবে। মূল মাইনে: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা ও গ্রেড পে ৫,৫০০ টাকা। শূন্যপদ ২টি (জেনারেল ১, তফসিলি ১)।

অ্যাসিস্ট্যান্ট পার্সোনেল অফিসার: অন্তত: ৫০% (তফসিলি হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েটরা হিউম্যান রিসোর্স, পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স, লেবার ওয়েলফেয়ার, সোশ্যাল স্টাডিজ বা জেন্ডার স্টাডিজ বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে যোগ্য। মূল মাইনে: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা ও গ্রেড পে ৪,৬০০ টাকা। শূন্যপদ ৬টি (জেনারেল ১, ওবিসি-I ক্যাটাগরি ১, তফসিলি ১, তফসিলি উপজাতি ১)।

অ্যাসিস্ট্যান্ট এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (আইটি): কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফর্মেশন টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাসেরা অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। মূল মাইনে: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা ও গ্রেড পে ৫,৬০০ টাকা। শূন্যপদ ২টি (জেনারেল ১, ওবিসি-I ক্যাটাগরি ১)।

অ্যাসিস্ট্যান্ট এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার: ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন, মেকানিক্যাল, পাওয়ার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসেরা অন্তত ৫০% (তফসিলি হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। মূল মাইনে: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা ও গ্রেড পে ৫,৬০০ টাকা। শূন্যপদ ৪টি (তফসিলি ৩, তফসিলি উপজাতি ১)।

পার্সোনেল অফিসার: অন্তত ৫০% (তফসিলি হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে হিউম্যান রিসোর্স, পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স, লেবার ওয়েলফেয়ার বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা বা এমবিএ কোর্স পাস হলে যোগ্য। মূল মাইনে: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা ও গ্রেড পে ৫,৫০০ টাকা। শূন্য পদ ২টি (জেনারেল ১, তফসিলি জাতি ১)।

উপরের সব পদের ক্ষেত্রে বয়েস হতে হবে ১-১-২০১৭-র হিসাবে ৩৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসি-রা ২ বছর, মহিলারা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ঝাড়খণ্ড ও রাঁচিতে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৫ মার্চের মধ্যে। www.tvnlonline.com ওয়েবসাইটে।

এজন্য বৈধ একটি ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো, সিগনেচার জেপিইজি ফরম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। তখন পরীক্ষা ফি-বাবদ ১০০০ টাকা দিতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরও বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

নর্দার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডে ৪৩২ ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস নেবে

নর্দার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের কোল ইন্ডিয়া সাপোর্টস স্কিল ইন্ডিয়া ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৪৩২ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে নিম্নলিখিত ট্রেডগুলিতে—

ওয়েল্ডার: ক্লাস এইট পাসরা আইটিআই থেকে ওয়েল্ডার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে যোগ্য। ১ বছরের ট্রেনিং। শূন্যপদ ৪৮টি (জেনারেল ২৭, ওবিসি ৭, তফসিলি ৬, তফসিলি উপজাতি ৮)।

ইলেকট্রিশিয়ান: মাধ্যমিক পাসরা আইটিআই থেকে ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে যোগ্য। ১ বছরের ট্রেনিং। শূন্যপদ: ১৪৪টি (জেনারেল ৮১, ওবিসি ২১, তফসিলি ১৮, তফসিলি উপজাতি ২৪)।

ফিটার: মাধ্যমিক পাসরা আইটিআই থেকে ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে যোগ্য। ১ বছরের ট্রেনিং। শূন্যপদ: ২৪০টি (জেনারেল ১৩৪, ওবিসি ৩৬, তফসিলি ৩০, তফসিলি উপজাতি ৪০)।

উপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১-৪-২০১৭-এর হিসাবে ১৬ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। আগে কোনও অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং নিয়ে থাকলে যোগ্য নন। বিজ্ঞপ্তি নং: NCL/HRD/Apprenticeship/Notification/17/1504.

প্রার্থী বাছাই হবে শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বর দেখে। এরপর বাছাই প্রার্থীদের ই-মেইলে যোগাযোগ করা হবে। প্রথমে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে www.apprenticeship.gov.in ওয়েবসাইটে। নাম রেজিস্ট্রেশন করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ই-মেইলে পাঠানো হবে। নাম রেজিস্ট্রেশন করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে ডাকে পাঠাতে হবে। তখন সঙ্গে দেবেন: (১) এখনকার তোলা ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো (১) কপি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে ও ১ কপি দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে), (২) মাধ্যমিক, আইটিআই পাসের সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল, (৩) জন্ম-তারিখের প্রমাণপত্রের প্রত্যয়িত নকল, (৪) তফসিলি, ওবিসি-রা দেবেন কাস্ট সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল, (৫) গেজেটেড অফিসারের দেওয়া ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল, (৬) আধার কার্ডের প্রত্যয়িত নকল, (৭) মেডিক্যাল ফিটনেসের সার্টিফিকেট।

দরখাস্ত-ভরা খামের ওপর লিখবেন: Application for Fitter/ Welder/Electrician Trade Apprentice. দরখাস্ত পাঠাবেন সাধারণ ডাকে বা, স্পিডপোস্টে। পৌঁছনো চাই ১৩ এপ্রিলের মধ্যে। এই ঠিকানায়: The General Manager (HRD), CETI, NCL HQ, Singrauli (MP), 486889.

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ডাক্তার নিয়োগ

বেশ কিছু ডাক্তার নেবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। নিয়োগ করা হবে শর্ট সার্ভিস কমিশনে আর্মড ফোর্সের মেডিকেল সার্ভিসেসে,আর্মির ক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন এবং নেভি ও এয়ারফোর্সের ক্ষেত্রে সমতুল র‍্যাংকে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল বা সমতুল র‍্যাংক পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ আছে। ইন্টারভিউ হবে বেঙ্গালুরুতে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস। ৩১-৩-২০১৭ তারিখের মধ্যে ইন্টার্নশিপ সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে। সেই সঙ্গে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলে বা মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ায় স্থায়ীভাবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমাধারীরাও আবেদনের যোগ্য।

বয়স: ৩১-১২-২০১৭ তারিখে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম: ১৭১৬০-৩৯১০০ টাকা। গ্রেড পে ৬১০০ টাকা এবং মিলিটারি সার্ভিস পে ৬০০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ ১৭ থেকে ২৭ এপ্রিল। এর পর মেডিক্যাল এগজামিনেশন। ইন্টারভিউয়ের কললেটার ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে www.amcss-centry.gov.in.

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে ওই ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই। রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ৩০ মার্চ পর্যন্ত। প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করার সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফোটো এবং বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট আপলোড করতে হবে।

ফি-বাবদ দিতে হবে ২০০ টাকা। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অথবা ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে। ফি জমা দেওয়ার পর ট্রানজ্যাকশন নম্বর পাওয়া যাবে। অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্টআউট নিজের কাছে রাখতে হবে। যে কোনও তথ্যের জন্য উপরের ওয়েবসাইট দেখতে পারেন।

তফসিলি সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের জন্য নিখরচায় প্লাস্টিক টেকনোলোজির কোর্স

কেন্দ্রীয় সরকারের রাসায়নিক ও সার মন্ত্রকের অধীন সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির হলদিয়া কেন্দ্র, তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের নিখরচায় প্লাস্টিক টেকনোলজির ৪টি কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে। এই ৪টি কোর্স হল: (১) ইনজেক্ট মোল্ডিং, (২) এক্সট্রুশন প্রোসেস, (৩) প্লাস্টিক প্রোসেস, (৪) ব্লো মোল্ডিং। প্রতিটি কোর্সে সিট ১৫০টি। ৬ মাসের আবাসিক কোর্স। থাকা, খাওয়া ও পড়াশোনার জন্য কোনও খরচ লাগবে না। আগ্রহী প্রার্থীদের তফসিলি জাতি বা, তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত হতে হবে। পারিবারিক বার্ষিক আয় হতে হবে গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে ৯৮,০০০ টাকা ও শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ১,২০,০০০ টাকা। বয়স হতে হবে ১৮ বছর থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। উচ্চ মাধ্যমিক বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাস-রা ব্লো মোল্ডিং কোর্সের জন্য আবেদন করতে পারেন।

অন্য সব কোর্সের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার অন্ততপক্ষে ক্লাস এইট পাস। ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। ইন্টারভিউয়ের দিন যাবতীয় যোগ্যতার সার্টিফিকেট, সচিত্র পরিচয়পত্র ও ৩টি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো নিয়ে যেতে হবে। আগ্রহীদের যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায়: সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (সিপেট), সিটি সেন্টার, পোঃ দেভোগ, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৬৫৭। ফোন: ০৩২২৪-২৫৫৫৩৪/৯৪৩৪০৩৯৪৬৬।

রাজকুমারী অমৃত কাউর কলেজে
নার্সিং ট্রেনিং

নয়াদিল্লির রাজকুমারী অমৃত কাউর কলেজ অব নার্সিংয়ে, নার্সিংয়ের বিএসসি (অনার্স) কোর্সে ভর্তি শুরু হয়েছে। ইংরেজি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস তরুণীরা ওই বিষয়গুলিতে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। এ বছরের পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ১-১০-২০১৭-র হিসাবে অন্তত ১৭ বছর। ৪ বছরের কোর্স। সেশন শুরু হবে জুলাইয়ে।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ১১ জুন, বেলা ১০ টায়।

দরখাস্তের ফর্ম হাতে হাতে পাওয়া যাবে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত। তখন সঙ্গে নিয়ে যাবেন ৫৫০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফ্ট। Principal, Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing-এর অনুকূলে। এছাড়াও দরখাস্তের ফর্ম ডাউনলোড করতে পারবেন www.rakcon.com ওয়েবসাইট থেকে। পূরণ করা ফর্ম জমা দেবেন এই ঠিকানায়: The Principal, Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, Lajpat Nagar, New Delhi-110024.

আপনার জন্য প্রতি বৃহস্পতিবার **target@কেরিয়ার**-এর পাতায় থাকছে বাছাই করা চাকরি, প্রোফেশনাল ট্রেনিং ও কোর্সের খবর। অ্যাপ্লাই করুন আর UNEMPLOYED থেকে EMPLOYED হয়ে যান।

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ২৩ মার্চ ২০১৭

অবিবাহিতদের জন্য ভারতীয় নৌবাহিনিতে পাইলট ও ট্রাফিক কন্ট্রোলার পদে নিয়োগ

ট্রেনিং দিয়ে বেশ কিছু ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করবে ভারতীয় নৌবাহিনী। শর্ট সার্ভিস কমিশনে নিয়োগ হবে পাইলট এবং এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলার (এটিপি) পদে। কেবল অবিবাহিত তরুণ-তরুণীরাই আবেদন করবেন। মহিলারা শুধু মাত্র এটিসি (এমআর) এন্ট্রির জন্যই আবেদন করবেন। ট্রেনিং শুরু হবে ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৬০ শংতাশ নম্বর নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যে কোনও শাখায় বি ই বা বি টেক ডিগ্রি। ফাইনাল ইয়ারের পরিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। উচ্চমাধ্যামিকে অন্যতম বিষয় হিসাবে ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি পড়ে থাকতে হবে। এটিসি-র ক্ষেত্রে মাধ্যামিক ও উচ্চমাধ্যামিকে ৬০ শংতাশ এবং উচ্চমাধ্যামিকে ইংরেজি বিষয়ে ৬০ শংতাশ নম্বর পাওয়া আবশ্যক।

বয়স: জন্মতারিখ হতে হবে পাইলট এবং পাইলট (এমআর) পদের ক্ষেত্রে ২-১-১৯৯৮ থেকে ১-১-১৯৯৯, এয়ার ট্র্যাফিক কনট্রোলারের ক্ষেত্রে ২-১-১৯৯৩ থেকে ১-১-১৯৯৯-এর মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন।

দৈহিক মাপজোপ: উচ্চতা এটিসি-র ক্ষেত্রে ১৫৭ সেমি (মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি) এবং পাইলট পদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে।

দৃষ্টিশক্তি: ন্যূনতম দূরের ক্ষেত্রে পাইলট পদের ক্ষেত্রে উভয় চোখে ৬/৬, ৬/৯ এবং এটিসি পদের ক্ষেত্রে ৬/৯ এবং ৯/৯ হওয়া চাই। উভয় ক্ষেত্রেই ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। রাতকানা বা বর্ণান্ধতা থাকলে আবেদন করবেন না।

প্রাথমিকভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতেই বাছাই করা পার্থীদের নির্বাচিত করা হবে সার্ভিস সিলেকশন বোর্ডের ইন্টার্ভিউয়ের মাধ্যমে। প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে জুন থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে। প্রথম পর্যায়ে থাকবে ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, পিকচার পারসেপশন ও ডিসকাশন টেস্ট। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টাস্ক টেস্ট ও পার্সোনাল ইন্টারভিউ। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষায় সফল হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। সবশেষে মেডিকেল এগজামিনেশন। এর পাশাপাশি, পাইলট পদের ক্ষেত্রে দিতে হবে পাইলট অ্যাপটিটিউড ব্যাটারি টেস্ট এবং অ্যাভিয়েশন মেডিক্যাল এগজামিনেশন। যাঁরা প্রথমবার এই এন্ট্রিতে পরিক্ষা দেবেন তাঁরা ট্রেনের এসি থ্রি টিয়ারের ভাড়া পাবেন। প্রার্থী বাছাইয়ের পরীক্ষা পাইলট পদের ক্ষেত্রে বেঙ্গালুরু এবং এটিসি পদের ক্ষেত্রে বেঙ্গালুরু বা ভোপাল বা কোয়েম্বাটুর বা বিশাখাপত্তনমে। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মধ্যমে: www.indiannavy.gov.in প্রার্থীর চালু ই-মেইল থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১শে মার্চ।

ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম মেরামতির প্রশিক্ষণ

ইলেকট্রনিক্স ও ইলেকট্রিকাল সরঞ্জাম মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণ দেবে রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষামন্দির। ১ বছরের প্রশিক্ষণ শুরু হবে ৫ এপ্রিল। অন্তত মাধ্যমিক পাস হলে ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। টিভি, সিডি প্লেয়ার, ডেস্কটপ মনিটর, স্টেবিলাইজার, এমারজেন্সি লাইট, স্পিকার, এসএমপিএস ইত্যাদির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাউস ওয়্যারিংয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এই কোর্সে। সপ্তাহে ৩ দিন ক্লাস। বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র। ভর্তির ফি ২৭৫০ টাকা। প্রতিমাসে ফি ১৫০ টাকা। ৩ এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা থেকে ভর্তির ফর্ম সংগ্রহ করে পূরণ করা আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে। যোগাযোগ করতে হবে সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত। প্রতিষ্ঠানেই ফর্ম পূরণ করে সরাসরি ভর্তি নেওয়া যাবে। যোগাযোগের ঠিকানা: রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষামন্দির, পো: বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২।

পাওয়ার গ্রিডে ১৫২ এগজিকিউটিভ ট্রেনি

১৫২ এগজিকিউটিভ ট্রেনি নেবে পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া। নিয়োগ হবে ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায়। প্রার্থীকে ২০১৭ সালের গেট (গ্রাজুয়েট আপ্টিটিউড টেস্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং বৈধ স্কোর কার্ড থাকতে হবে। এই নিয়গের বিজ্ঞপ্তি নম্বর CC/05/2016

শাখা অনুসারে শূন্যপদের বিবরণ: ইলেকট্রিক্যাল: ১০৩টি (সাধারণ ৫৬, তফসিলি জাতি ১৯, তফসিলি উপজাতি ৮, ওবিসি ২০)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত ও ১টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত দৈহিক প্রতিবন্ধিদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

কম্পিউটার সায়েন্স: ১৯টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৪) এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ইলেকট্রনিক্স: ১৫টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৪)। সিভিল: ১৫টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩) ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৬৫ শতাংশ (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে পাস নম্বর) নম্বর সহ সংশ্লিস্ট বা সমতুল্য শাখায় ৪ বছরের বি ই বা বি টেক বা বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং)। সঙ্গে গেট ২০১৭ পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট পত্রে উত্তীর্ণ হতে হবে। ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল (পাওয়ার) বা ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন শাখায় স্নাতক। কম্পিউটার শাখার ক্ষেত্রে কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্প্যুটার ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক।

সব ক্ষেত্রেই ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্সের অ্যাসোসিয়েট মেম্বাররাও আবেদন যোগ্য। ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্ত সাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ২০১৭-র ১৪ আগস্টের মধ্যে মার্কশিট হাতে পেয়ে থাকতে হবে।

বয়স: ৩১/১২/২০১৬ তারিখে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসি-রা ৩ ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়ম অনুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম: ২৮৯০০-৫০৫০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

সংসদ লাইব্রেরিতে লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ

ভারতীয় সংসদ 'লাইব্রেরি প্রোফেশনাল' পদে ১২ জন লোক নিচ্ছে। লাইব্রেরি সায়েন্সের ডিগ্রি বা লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফর্মেশন সায়েন্সের ডিগ্রি কোর্স পাসরা মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজি ও হিন্দি অন্যতম একটি বিষয় হিসাবে থাকলে যোগ্য। লাইব্রেরি অটোমেশন নেটওয়ার্ক বা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ২৭-৩-২০১৭-এর হিসাবে ২৭ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। শূন্যপদ ১২টি। পারিশ্রমিক মাসে ১৮,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় থাকবে: জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ৫০ নম্বর। জেনারেল ইংলিশ ৫০ নম্বর, জেনারেল হিন্দি ৫০ নম্বর। সময় ৭৫ মিনিট। মেন পরীক্ষায় থাকবে: লাইব্রেরি সায়েন্স অ্যান্ড লাইব্রেরি অটোমেশন ১০০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন। সময় ৩০ মিনিট। মিনিটে ২৬.৭টি শব্দ তোলার গতিতে ইংরেজিতে টাইপিং টেস্ট। নম্বর থাকবে ১০০, সময় ১০ মিনিট।

দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট বয়ানে। বয়ান পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.loksabha.nic.in. সঙ্গে দেবেন: এখনকার তোলা পাসপোর্ট মাপের ফোটো (এক কপি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে ও আরেক কপি অ্যাটেন্ড্যান্স সিটে সেঁটে), বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাস্ট সার্টিফিকেটের স্ব-প্রত্যয়িত নকল। দরখাস্ত পৌঁছাতে হবে ২৭ মার্চের মধ্যে। ঠিকানা: The Joint Recruitment cell, Lok Sabha Secretariat, Room No. 521, Parliament House Annexe, New Delhi-110001.

নিজের গুণেই পেতে পারবেন পছন্দের চাকরি

বর্তমানে এই প্রতিযোগিতার বাজারে আপনিও নিজ গুণে আপনার মনের মতো চাকরিটি পেয়ে যেতে পারেন। তার জন্য আপনাকে সমাজ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরির পাশাপাশি প্রতিদিনের খবরের প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে। সেই সঙ্গে যে-প্রতিষ্ঠানে আপনি ইন্টারভিউ দিতে যাবেন সেখানকার প্রতিও স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। নিজের বায়োডাটাকেও ভালোভাবে গুরুত্ব দিয়ে তৈরি করতে হবে। মনে রাখবেন, আপনার বায়োডাটা হল এমন একটি জিনিস, যা থেকেই প্রশ্নকর্তারা আপনার দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেবে। আর আপনাকে তার মোকাবিলা করতে হবে।

সংক্ষেপে নিজের ভালো দিক কভার-লেটারে উপস্থাপন

আপনার নির্ভুল, সুন্দর, নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কভার-লেটার আপনাকে অনেক জীবনের পথে অনেকটা এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আপনি কেন চাকরি পরিবর্তন করতে চান, আপনার অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আপনার দক্ষতাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করুন ও প্রতিষ্ঠানকে স্বচ্ছ ধারণা দিন।

রিসার্চ ওয়ার্কের দিকে মন দিন

কোম্পানির প্রতিযোগী সংস্কৃতি ও বড় কিছু প্রকল্প সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখার মাধ্যমে আপনার অভিজ্ঞতার অভাবকে দূর করতে পারেন। যদি কোম্পানির কোনও শো-রুম বা ওয়েবসাইট থাকে সেখানে ক্রেতা হিসাবে যান, আর ক্রেতা হিসাবে আপনার অভিজ্ঞতা ইন্টারভিউতে বলুন। আপনার এই অভিজ্ঞতাটি জানার জন্য কোম্পানিকে হয়তো বাজারের উপর সমীক্ষা চালাতে হতো। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, যে কত মানুষ ইন্টারভিউতে যায় অথচ কোম্পানিটি সম্পর্কে কিছুই ধারণা রাখে না, তাদের থেকে আপনি অনেক দূর এগিয়ে যাবেন। আপনার এই দক্ষতার কারণে আপনি অবশ্যই নিজের আলাদা পরিচয় গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন কোম্পানির কাছে।

শুনুন

শোনার দিকে মনোযোগ দিন। আগে শুনুন। প্রশ্নকর্তার কথা শুনে-বুঝে উত্তর দিন। অনেক সময় প্রশ্নকর্তার কথার মধ্যেই আপনার উত্তরের ক্লু খুঁজে পাবেন। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে গিয়ে সমস্ত ইন্টারভিউটাই খারাপ হয়ে যেতে পারে। তাই মাথা ঠান্ডা করে উত্তর দিন।

কোম্পানিতে আপনার অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করুন

ইন্টারভিউতে আপনি শুধু সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাবেন এমনটা করলে অনেকটা আপনার দুর্বলতা প্রকাশ পায়। কোম্পানিতে আপনার অবস্থান, কোম্পানির বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন, এতে প্রশ্নকর্তারা আপনার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আপনার বর্তমান লক্ষ্যকেই গুরুত্ব দেবেন। প্রশ্নকর্তার মধ্যে এমন ভাবধারা তৈরি করুন যে, যে ইন্টারভিউ দিতে এসেছেন তিনি উক্ত কোম্পানির প্রতি আগ্রহী।